ইউএনও কার্যালয়ে গিয়ে নিজের বাল্যবিয়ে ঠেকাল স্কুলছাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক,বগুড়া
১১ মে ২০২২ ১২:০০ এএম
| আপডেট: ১১ মে ২০২২
১২:৫৫ এএম

14
Shares

advertisement

এখনই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চায় না মেয়েটি। তার ইচ্ছা পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার। কিন্তু তার অমতেই বিয়ে ঠিক করে পরিবার। একপর্যায়ে ওই ছাত্রী নিজেই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে গিয়ে তাকে বাল্যবিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে অভিযোগ করে। পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই শিক্ষার্থীকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়িতে গিয়ে বিয়ে বন্ধ করে দেন। বগুড়ার শাজাহানপুরের আশেকপুর ইউনিয়নের মাথাইল চাপড় পূর্বপাড়ায় গত সোমবার সন্ধ্যায় ঘটে এ ঘটনা।

শাজাহানপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আহমেদ জানান, স্কুলছাত্রীর অভিযোগ পেয়ে তিনি মেয়েটির বাড়িতে যান। তার পরিবারের সঙ্গে বাল্যবিয়ের কুফল এবং বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন সম্পর্কে কথা বলেন। পরে মেয়েটির মা মুচলেকা দেন- ১৮ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মেয়েকে বিয়ে দেবেন না। এ সময় আশেকপুর ইউপি চেয়ারম্যান ফিরোজ আলম, শাবরুল উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোলাম রব্বানী, স্থানীয় ইউপি সদস্য আবদুল মালেক, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, আশেকপুর মাথাইলচাপড় পূর্বপাড়া গ্রামের এক প্রবাসীর মেয়ের সঙ্গে দিনাজপুর জেলার এক প্রবাসীর ছেলের বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। মেয়েটি শাবরুল উচ্চবিদ্যালয় থেকে এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী। পরে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এ বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়।